বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন

পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম (১৯৬৩-২০১১)

অব্যয় রহমান

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন :

পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম

(১৯৬৩-২০১১)

অব্যয় রহমান

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

উৎসর্গ

ফতেহ লোহানী
এহতেশাম হায়দার চৌধুরী
সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ
জহির রায়হান
কলিম শরাফী
আনোয়ারুল হক খান
বাহাউদ্দিন চৌধুরী
ওয়াহিদুল হক
মোশাররফ হোসেন চৌধুরী
সালাহউদ্দিন
ওবায়েদ-উল হক
আলমগীর কবির
এম. আব্দুস সামাদ
লায়লা সামাদ
রাজিয়া খান আমীন
জাহানারা ইমাম
শেখ নিয়ামত আলী
তারেক শাহরিয়ার
বাদল রহমান
তারেক মাসুদ

এবং

মাহবুব জামিল
মুহম্মদ খসরু
ফারুক আলমগীর
মসিহ উদ্দিন শাকের
কাইজার চৌধুরী
সৈয়দ সালাহউদ্দিন জাকী
হাশেম সুফী
ও
আমার আব্বা, আম্মা

মহাপরিচালকের কথা

সপ্তকলার সমন্বয়ে গঠিত চলচ্চিত্র এক স্বতন্ত্র গণমাধ্যম হিসেবে ইতোমধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই মাধ্যমটি ক্রমেই জীবন-সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, উন্নয়ন, মানবিকতা, নান্দনিকতাকে সম্পর্ক করে আকর্ষণীয় ও প্রভাব বিস্তারকারী মাধ্যম হিসেবে ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিনোদন বিপননের বাইরে চলচ্চিত্রের যে নান্দনিক ও শিল্পগুণ এবং ভূমিকা রয়েছে এই উপলব্ধি থেকেই ফ্রান্স-বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলচ্চিত্র সংসদের জন্ম হয়েছে বিশ শতকের প্রথম দিকে। ক্রমেই এটি আন্দোলন ও চর্চায় রূপ নেয়। উপ মহাদেশের মুম্বাই ও কলকাতায় গত শতকের চল্লিশ দশকে চলচ্চিত্র সংসদের যাত্রা শুরু। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে ১৯৬০ দশকের প্রারম্ভে চলচ্চিত্র সংসদের গোড়াপত্তন ঘটে। অতঃপর নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে এগিয়েছে সমহিমায় চলচ্চিত্র সংসদ।

বাংলাদেশে ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান, চলচ্চিত্র অনুদান প্রথা চালু হওয়া, ফিল্ম হিসাবে চলচ্চিত্রকে শিল্প হিসেবে মর্যাদা প্রদানের পেছনে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সক্রিয় উদ্যোগ ও ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি মহান জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট আইন ২০১৩ পাশ হয়েছে। এ আইনের আওতায় শীগ্রই চালু হতে যাচ্ছে চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইন্সটিটিউট। এর পেছনে গণমাধ্যম চলচ্চিত্র সংসদ এর অবদান রয়েছে।

লেখক, গবেষক অব্যয় রহমান চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের সোনালী ইতিহাসের সেই সব উজ্জ্বল কর্মকান্ডের দলিলায়ন করেছেন এই গ্রন্থে। এ জন্যে তাঁকে সাধুবাদ জানাই। একই সাথে ধন্যবাদ জানাই এই গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার ও চলচ্চিত্র সংসদকর্মী জনাব মোরশেদুল ইসলামকে।

এ কাজে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক এম এম মোতাহের হোসেন, প্রকল্প পরিচালক মোঃ সরওয়ার আলম, লাইব্রেরীয়ান নজরুল ইসলামও অংশীদার হয়েছেন। তাঁদের ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জানাই।

বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনঃ পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম (১৯৬৩-২০১১) নামে গ্রন্থটির প্রকাশ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের চলচ্চিত্র বিষয়ক গবেষণা ও প্রকাশনা কর্মসূচির চলমান প্রক্রিয়ার আরেকটি সফল নিদর্শন। গ্রন্থটির বিষয়বস্তু তথ্যায়ন ও সত্যায়নে যথাসম্ভব প্রচেস্টা নেয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুল-ক্রটি থাকতে পারে। এ ব্যাপারে পাঠকদের কাছ থেকে কোন সংশোধনী ও সংযোজনী পেলে পরবর্তী সংস্করণে তা অন্তর্ভুক্তি করা হবে। গ্রন্থটি পাঠকদের ভালো লাগলেই আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

কামরুন নাহার
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রসঙ্গ কথা

শৈশব-কৈশোর কালেই পারিবারিক সূত্রে বই এবং লেখালেখির সংগে বেড়ে উঠেছি। আব্বা দেশের বিশিষ্ট লেখক, গবেষক এবং বই অন্ত প্রাণ হওয়ায় পারিবারিক পরিবেশেই পেয়েছি একটি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। ১৯৯৩ সাল থেকে দৈনিক বাংলায় লেখালেখির মাধ্যমে আমার ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার সূচনা। পরবর্তীতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করেছি। চাকুরী-জীবনের বাইরে লেখালেখি ও ফ্রিল্যান্স সাংবাদিকতার বাইরে আমার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র ছিল চলচ্চিত্র জগত। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পর্যায়েও অধ্যয়ন করেছি চলচ্চিত্র নিয়ে। বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত চিত্রজগত অনুষ্ঠানেও গবেষক হিসেবে কাজ করেছি। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের প্রকল্পের অধীনে গবেষণা করেছি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র জগতের ফার্স্ট লেডী সুমিতা দেবীর জীবন ও কর্ম নিয়ে। ২০০৯ সালের জুন মাসে আমার সেই গবেষণা কর্ম 'সুমিতা দেবী' গ্রন্থাকারে প্রথম ও ২০১১ তে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

আমার লেখালেখি চর্চা ও গবেষণার আরেকটি ক্ষেত্র হলো বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন। ২০১১ সালে তথ্য মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃক আহবানকৃত প্রস্তাবানুসারে আমার পেশকৃত 'বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ্য এবং কার্যক্রম (১৯৬৩-২০১১)। প্রস্তাবটি সরকারী বিধি মোতাবেক গৃহীত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ কর্তৃপক্ষের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আমাকে এ গবেষণা কাজে সুযোগ দানের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও সংশি-ষ্ট অন্যান্যের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তিক চলচ্চিত্র চর্চার প্রধান ভূমিকা পালন করছে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন। শিল্পমন্ডিত চলচ্চিত্র চর্চার জন্য ১৯৬০ দশকের পাকিস্তানি আমলে রুদ্ধ পরিবেশে এ আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁরা নির্মল চলচ্চিত্র আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ সমাজ ও মানসিকতা গঠনে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

পরবর্তীতে চলচ্চিত্র সংসদগুলোর কার্যক্রম আরও নানাভাবে বিকশিত হয়েছে। এর ফলে দেশে চলচ্চিত্র শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। রুচিশীল চলচ্চিত্রের সংখ্যাও বেড়েছে। জাতীয় ফিল্ম আর্কাইভ স্থাপিত হয়েছে। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ও অনুদান প্রথা চালু হয়েছে। চলচ্চিত্র সংসদগুলোর কার্যক্রম যেমন অতীতের রেকর্ড তেমন বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের প্রেরণার উৎস। তাই এ গবেষণার লক্ষ্য হচ্ছেঃ

(১) বাংলাদেশে ১৯৬৩ থেকে ২০১১ সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত চলচ্চিত্র সংসদের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা
(২) চলচ্চিত্র সংসদগুলোর তালিকা তৈরি করা
(৩) চলচ্চিত্র সংসদগুলোর পরিচিতি, আদর্শ, লক্ষ্য, সাংগঠনিক কমিটি ও কার্যক্রম তুলে ধরা
(৪) চলচ্চিত্র সংসদগুলোর তৈরির পটভূমি তুলে ধরা
(৫) চলচ্চিত্র সংসদগুলোর কার্যক্রমের সার্থকতা, ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা
(৬) চলচ্চিত্র সংসদ সম্পর্কে সরকার ও সেন্সর বোর্ডের দৃষ্টিভঙ্গী তুলে ধরা
(৭) দেশীয় চলচ্চিত্রে চলচ্চিত্র সংসদের প্রভাব তুলে ধরা

গবেষণার বিষয়বস্তুর পরিধি

বিষয়বস্তুর সারমর্ম ও কালপঞ্জী হিসেবে এ গবেষণার কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে ১৯৬৩-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে। বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের পটভূমি, সাংগঠনিক উদ্যোক্তা, সংসদের বিভিন্ন কার্যক্রম, সরকারি দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদিও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য উৎস

এই গবেষণার পদ্ধতি ও তথ্য উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ এবং বিভিন্ন প্রকাশনার ব্যবহার, সংশ্লিষ্ট সংসদ কর্মীদের সাক্ষাৎকার ও তাদের সংগে ব্যক্তিগত যোগাযোগ, বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের পাঠাগার, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমীর পাঠাগার, বাংলাদেশ অবজার্ভার ও সাপ্তাহিক চিত্রালীর পাঠাগার, টিসিবি ও চলচ্চিত্র প্রকাশনা অধিফতর এর পাঠাগার, বিভিন্ন চলচ্চিত্র সংসদের প্রকাশনা, চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশন এর প্রকাশনা, বাংলাদেশ শর্টফিল্ম ফোরাম হতে প্রাপ্ত তথ্য। এছাড়া চলচ্চিত্র লেখক, গবেষক অনুপম হায়াৎ এর সংগৃহীত, সংরক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্য ভান্ডার হতে এ গবেষণার বিপুল তথ্য নেয়া হয়েছে।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	প্রথম অধ্যায়	০১
	চলচ্চিত্র সংসদের ধারণা, সংজ্ঞা ও গঠন	
	১.১ শিল্প মন্ডিত চলচ্চিত্রের ভালবাসা থেকে চলচ্চিত্র সংসদ	০১
	১.২ চলচ্চিত্র সংসদের সংজ্ঞা	০২
	১.৩ চলচ্চিত্র সংসদের উৎপত্তি ও গঠন	০২
	১.৪ ভারতীয় উপ-মহাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ	০৩
২।	দ্বিতীয় অধ্যায়	০৫
	বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ প্রতিষ্ঠা-পূর্ব ও সমকালীন পটভূমি	০৫
	২.১ চলচ্চিত্র সংসদের সূচনা	০৫
	২.২ বাংলাদেশে চলচ্চিত্রের আবির্ভাব	০৫
	২.৩ ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিষ্ঠা	০৬
৩।	তৃতীয় অধ্যায়	০৭
	বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদের অভিযাত্রা ঃ উৎস থেকে মোহনায়	০৭
	৩.১ চলচ্চিত্র সংসদের সূচনা (১৯৬১-১৯৭১)	০৭
	৩.২ চলচ্চিত্র সংসদের বিকাশ (১৯৭২-১৯৭৯)	১০
	৩.৩ চলচ্চিত্র সংসদ নিয়ন্ত্রণ আইন ও অস্তিত্বের লড়াই (১৯৮০-১৯৯৯)	১২
	৩.৪ চলচ্চিত্র সংসদ এবং স্যাটেলাইট টিভি ও ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রভাব (২০০০-২০১১)	১৫
৪।	চতুর্থ অধ্যায়	১৭
	বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদের পরিচিতি, আদর্শ ও লক্ষ্য এবং কার্যক্রম	১৭
	৪.১ বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংসদসমূহ	১৭
	৪.২ ঢাকার বাইরে চলচ্চিত্র সংসদের শাখা	১৭
	৪.৩ চলচ্চিত্র সংসদের সংখ্যা	১৭
	৪.৪ চলচ্চিত্র সংসদের আদর্শ ও লক্ষ্য	১৮
	৪.৫ কয়েকটি চলচ্চিত্র সংসদের পরিচিতি ও কর্মসূচির বিবরণ	১৮
	৪.৬ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ ফেডারেশনের পরিচিতি ও কার্যক্রম	৪৯
৫।	পঞ্চম অধ্যায়	
	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের পরিচিতি, আদর্শ ও লক্ষ্য এবং কার্যক্রম	
৬।	ষষ্ঠ অধ্যায়	৫২
	বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের মূল্যায়ন ও কার্যক্রমের পর্যালোচনা	৫২
	৬.১ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী	৫২
	৬.২ সৎ দর্শক ও সংগঠক সৃষ্টি	৫২
	৬.৩ আলোচনা সভা ও সেমিনার	৫৩
	৬.৪ চলচ্চিত্র সমীক্ষণ কোর্স, লেকচার ওয়ার্কশপ, পাঠচক্র	৫৩
	৬.৫ প্রকাশনা	৫৪
	৬.৬ অশ্লীল, নকল ও কুরুচিপূর্ণ চলচ্চিত্র বন্ধের জন্য প্রতিবাদ, মিছিল ও সমাবেশ	৫৫
	৬.৭ সেন্সর নীতিমালা পরিবর্তন ও সরকারি নজরদারিকরণ, চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন বাতিল প্রসংগে	৫৫
	৬.৮ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া	৫৬
	৬.৯ কার্যক্রমের পথে বাধা	৫৬
	৬.১০ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলনের চরিত্র	৫৭
	উপসংহার	৫৭
	পরিশিষ্ট	
৬।	স্টুডেন্টস ফিল্ম ক্লাবের সদস্য আহ্বানপত্র	৫৯
৭।	পুরানো সেই দিনের কথা ঃ ওয়াহিদুল হক	৬৬
৮।	চলচ্চিত্র আন্দোলন ও চলচ্চিত্র সংসদের ভূমিকা ঃ মুহম্মদ খসরু	৬৯
৯।	বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ঃ মাহবুব জামিল	৭২
১০।	আলমগীর কবিরের সাক্ষাৎকার	৭৫
১১।	বাংলাদেশে চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন ঃ বাদল রহমান	৭৯
১২।	চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮০ এর বিবরণ	৮২
১৩।	তথ্য ও বেতার সচিবকে প্রদত্ত স্মারকলিপি	৮৫
১৪।	চলচ্চিত্র সংসদ নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১১ এর বিবরণ	৮৯
১৫।	ফিল্ম সোসাইটির ভূমিকা	১০৭
	গ্রন্থপঞ্জি ও পত্রপত্রিকা	১০৮
	বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন পথিকৃৎ হয়ে আছেন	১১১

প্রথম অধ্যায়

চলচ্চিত্র সংসদের ধারণা, সংজ্ঞা ও গঠন

১.০০ চলচ্চিত্র অত্যন্ত শক্তিশালী আকর্ষণীয় গণ মাধ্যম। পৃথিবীর বহু দেশের বহু বিজ্ঞানীর বহু বছরের সাধনায় চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পূর্ণতা পায় ১৮৯৫ খ্রিঃ[১]। সেই থেকে চলচ্চিত্র বিনোদন মাধ্যম, ব্যবসা মাধ্যম, শিল্প মাধ্যম, প্রচার ও প্রভাবশালী মাধ্যম হিসেবে কাজ করে আসছে। চলচ্চিত্র প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়ায় নির্মিত হয়ে প্রযুক্তিগতভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে দর্শকের মাঝে। দর্শকরাই হলো একটি চলচ্চিত্রের নিয়ন্ত্রক। দর্শক যদি চলচ্চিত্র গ্রহণ করে তবেই এর সার্থকতা। আর যদি দর্শক প্রত্যাখ্যান করে তবেই এর ব্যর্থতা। চলচ্চিত্রের বিনোদনরূপ বনাম শিল্পরূপ এ দ্বন্দ্ব চলে আসছে আদিকাল থেকেই। শিল্প মন্ডিত চলচ্চিত্রের রস আস্বাদনের জন্য অনুরাগী দর্শকরা গঠন করেছে চলচ্চিত্র সংসদ।

১.০১ শিল্পমন্ডিত চলচ্চিত্রের ভালবাসা থেকে চলচ্চিত্র সংসদ

চলচ্চিত্র সংসদের ধারণাটি উন্নত রুচি ও মনীষার সংগে জড়িত। চলচ্চিত্রের আবিষ্কার হয়েছে পাশ্চাত্যে। আর সংসদেরও জন্ম হয়েছে পাশ্চাত্যে। চলচ্চিত্র সংসদ গঠনের পেছনে মূল চেতনাটি কাজ করেছে শিল্পমন্ডিত চলচ্চিত্রের জন্য সচেতন দর্শকদের ভালবাসা।

চলচ্চিত্রের জন্য চাই দর্শক। আর সেই দর্শকরা চলচ্চিত্র দেখে চোখ দিয়ে। আর অনুধাবন ও উপভোগ করে জ্ঞান ও অনুভূতি দিয়ে।

১৮৯৫ খ্রিঃ জন্মলগ্ন থেকেই চলচ্চিত্র বিবেচিত হয়েছে জনরুচির লঘু আকর্ষণ হিসেবে। দর্শকদের কাছে এর আবেদন ছিল শুধুমাত্র প্রমোদ উপকরণ হিসেবে অনেকটা সার্কাস, ক্রীড়া, কৌতুক, নাচ-গানের মতোই। এর জন্ম বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরীতে হলেও এর বিস্তার ঘটেছে পণ্য হিসেবে ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে। সাধারণ দর্শকরা চলচ্চিত্র দেখে বিনোদিত হয় আর প্রযোজক ও নির্মাতারা ব্যবসায়িক স্বার্থে বিনোদনের নানা উপাদান দিয়ে তৈরী করে চলচ্চিত্র নামক পণ্যটি।

অন্যদিকে শিক্ষিত ও সচেতন দর্শকরা চলচ্চিত্রের মাঝে খোঁজে শিল্পরূপ। তারা জানতে চায় এর ইতিহাস, নির্মাণ কৌশল ও অন্যান্য অবদান। ফলে অনিবার্যভাবেই চলচ্চিত্রের ব্যবসায়িক এবং নান্দনিক রূপ নিয়ে একটি বিরোধের সৃষ্টি হয়। আর এ প্রেক্ষাপটেই শিল্পমন্ডিত চলচ্চিত্রের পক্ষে সচেতন দর্শক সৃষ্টির লক্ষ্যে গড়ে উঠে চলচ্চিত্র সংসদ।

চলচ্চিত্রের আদি পর্বেই এর নান্দনিক, ঐতিহাসিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচার প্রভাবমূলক ভূমিকা অনুভূত হয়েছিল চিন্তাবিদদের কাছে। চলচ্চিত্র সংসদ গঠনের পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করেছে সেইসব চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক, চলচ্চিত্রকারদের তত্ত্ব ও সৃষ্টিকর্ম। যেমন মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের সহকারী কেনেডি লোরী ডিকশন চলচ্চিত্রের পূর্ণতা পাওয়ার বছরই লিখেন চলচ্চিত্রের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ "History of Kinematograph, kinematoscope and kinetograph"[২]

১৮৯৬ সালে প্রখ্যাত পলিশ চিত্রগ্রাহক চলচ্চিত্রকার তাত্ত্বিক বোলস্লো-মাতুসজুউসকি চলচ্চিত্র আবিস্কারের দশ মাস দশ দিনের মধ্যেই ফিল্ম আর্কাইভ গঠনের কথা চিন্তা করেছিলেন এই ভেবে যে, এক টুকরো টেপের রেকর্ড, ফিল্মের নেগেটিভ ভবিষ্যত প্রজন্মের কাজে লাগবে। ১৮৯৮ সালে তিনি ফ্রান্সে দুটি চলচ্চিত্র বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। যার মধ্যে নিহিত ছিল চলচ্চিত্র তত্ত্বের প্রথম প্রচেষ্টা ও সম্ভাব্যতা[৩]।

১৯০৭ খ্রিঃ রচিত হয় ফ্রান্সের জর্জ মেলিয়ের চিন্তামূলক প্রবন্ধ 'সিনেমাটোগ্রাফিক ইমেজ', ১৯১২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুড স্টিফেন্স রচিত 'The social usage of the moving picture', ১৯১৫ খ্রিঃ রচিত ভিলে লিন্ডসে রচিত

'The Art of the Moving Picture'[৩]।

এসব গ্রন্থে চলচ্চিত্রের ঐতিহাসিক, সামাজিক, তত্ত্বীয় নান্দনিক দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এসব গ্রন্থ চলচ্চিত্র সংসদ গঠনের প্রেক্ষাপট হিসেবে উদ্যোক্তাদের কাছে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাছাড়া ১৮৯৫ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে নির্মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডি ডব্লিউ গ্রিফিথ, চার্লি চ্যাপলিন, জার্মানীর রবার্ট বাইনে, ফ্রান্সের জার্মেন দ্যুলাক এবং সোভিয়েট রাশিয়ার আইজেনষ্টাইন প্রমুখের নির্মিত কতিপয় নিরীক্ষাধর্মী নান্দনিক চলচ্চিত্র সংসদ কর্মীদের কাছে অনেকটা বাইবেলের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

১.২ চলচ্চিত্র সংসদের সংজ্ঞা

'সভা সমিতি ও ক্লাব-সোসাইটি এসোসিয়েশন হল এ যুগের মানুষের সামাজিক জীবনের অঙ্গ। শুধু অন্যতম নয় অপরিহার্য সহচর। আদিম মানব সমাজেও ক্লাব-সোসাইটি এসোসিয়েশন ছিল। কোথাও বয়স ভেদে, কোথাও স্ত্রী-পুরুষ ভেদে এমনকি কোথাও কোথাও স্ট্যাটাস বা মর্যাদা ভেদেও সেগুলো গড়ে উঠত এবং তার একটা সুনির্দিষ্ট সামাজিক কর্তব্য ছিল। সমাজের সমগ্র গড়নের সংগে তার বিরোধও ছিল কোথাও কোথাও। বিরোধও ছিল কোথাও ব্যক্তি, পরিবার ও ক্লাবসহ প্রত্যেকটি ইউনিটের সাথে [৫]।

সভ্য সমাজের সভার বৈশিষ্ট্য হলো তার গোষ্ঠীগত এবং শ্রেণীগত স্বাতন্ত্র্য, এই জাতীয় সভা সমিতির উৎপত্তি হয়েছে আধুনিক যুগে এবং ক্রমেই এর প্রভাব এতই বেড়েছে এবং বাড়ছে যে তার ঘাত-প্রতিঘাতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ধারা পর্যন্ত বদলে যাচ্ছিল।[৬]

ঠিক তেমনিভাবে চলচ্চিত্র দর্শকরাও পারস্পরিক স্বার্থে শিল্পমন্ডিত চলচ্চিত্র অবলোকন, অনুধাবন, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আলোচনা, সমালোচনা উপভোগ করার জন্য গঠন করেছে চলচ্চিত্র সমিতি বা সংসদ। নানা দিক বিবেচনা করে চলচ্চিত্র সংসদের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে

'A film society is a membership club where people can watch screening of films which would otherwise not be shown in mainstream cinema.'[৭]

অর্থাৎ চলচ্চিত্র সমিতি বা সংসদ হচ্ছে সদস্যদের সংগঠন সেখানে যেসব চলচ্চিত্র দেখা যায় সেগুলো মূলধারায় দেখা যায় না।

বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশে ফিল্ম সোসাইটি শব্দটি বেশি ব্যবহৃত হয়। অনেক দেশে আবার ফিল্ম ক্লাব, (জার্মান, ফ্রান্স,) সিনে ক্লাব (স্পেন), ফিল্ম লিগা (ইটালী) নামে পরিচিত। আমাদের বাংলাদেশেও ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাব দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন 'পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি' (১৯৬৩), 'ঢাকা সিনে ক্লাব' (১৯৬৯)। আমাদের এখানে যে নামেই ফিল্ম সোসাইটি বা ফিল্ম ক্লাব যাই থাকুক না কেন বাংলা ভাষায় তা চলচ্চিত্র সংসদ হিসেবে পরিচিত।

কার্যক্রমের দিক দিয়ে ফিল্ম সোসাইটি বা সিনে ক্লাবের সঙ্গে অন্যান্য সমিতি/সংগঠনের পার্থক্য রয়েছে। চলচ্চিত্র সংসদ হচ্ছে চলচ্চিত্রে উৎসাহী বিদ্বৎ সমাজের সংগঠন। এর লক্ষ্য ও আদর্শ হচ্ছে সৎ, শিল্পমন্ডিত ও নিরীক্ষাধর্মী চলচ্চিত্র অবলোকনের মাধ্যমে এর রস আস্বাদন করা । যেমন নান্দনিক চলচ্চিত্রের নিয়মিত প্রদর্শনী, আলোচনা, সমালোচনার ব্যবস্থা করা। চলচ্চিত্র নিয়ে সেমিনার, সভায় আলোচনা করা, চলচ্চিত্রের বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখালেখি করা, বুলেটিন ও সংকলন প্রকাশ করা।

১.০৩ চলচ্চিত্র সংসদের উৎপত্তি ও গঠন

চলচ্চিত্র সংসদ গঠনের আদি তালিকায় ফ্রান্স ও বৃটেনের নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয়। 'ফিল্ম ক্লাব' শব্দটি প্রথম পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে এপ্রিল মাসে চলচ্চিত্রের সূতিকাগার ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিতে। ওই সময় এডমন্ড বেনই লেভী নামে এক ব্যক্তি প্যারিসে ৫ নং মনমারিত্রি এলাকায় ফিল্ম ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। এ ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদের চলচ্চিত্র সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল, নির্দশন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা। ক্লাবে চলচ্চিত্র দেখার যন্ত্রপাতি সজ্জিত একটি প্রেক্ষণ কক্ষও ছিল [৮]।

এ ঘটনার প্রায় ১২/১৩ বছর পর ১৯২০ সালে লুই ডি লো নামে এক ব্যক্তি প্যারিসে 'সিনে ক্লাব' নামে আরেকটি চলচ্চিত্র সংসদ গঠন করেন [৯]।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রকাশনা

১। কুশলী চিত্রগাহক বেবী ইসলাম, মীর শামছুল আলম বাবু, ঢাকা, ২০১৩।
২। তারেক মাসুদ : জীবনী গ্রন্থ, রুবাইয়াৎ আহমেদ, ঢাকা, ২০১৩।
৩। লালনের জীবনী নির্ভর চলচ্চিত্রে লালন দর্শনের রেপ্রিজেন্টেশন, নন্দিতা তাবস্সুম খান, ঢাকা, ২০১৩।
৪। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ আন্দোলন : পটভূমি, আদর্শ, লক্ষ এবং কার্যক্রম (১৯৬১-২০১১), অব্যয় রহমান, ঢাকা-২০১৩।
৫। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ, ড. কাবেরী গায়েন, ঢাকা, ২০১২।
৬। এম. এ. সামাদ : জীবন ও কর্ম, ড. রশিদ হারুন, ঢাকা-২০১২।
৭। বাদল রহমান : জীবন ও কর্ম, আবু সাঈদ মেহেদী হাসান, ঢাকা-২০১২।
৮। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে. এম. আব্দুর রউফ, স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০১১।
৯। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ, ঢাকা,২০১১।
১০। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যলোচনা : মো: রফিকুল ইসলাম, ঢাকা-২০১১।
১১। বাংলাদেশের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা : ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১
১২। আমাদের চলচ্চিত্র : মো: ফখরুল আলম, ঢাকা, ২০১১।
১৩। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা : ড. মো: আমিনুল ইসলাম, ঢাকা-২০১১।
১৪। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি : ঢাকা, ২০১১।
১৫। চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন : হারুনর রশীদ, ঢাকা, ২০১১।
১৬। সুমিতা দেবী : অব্যয় রহমান, ঢাকা-২০১১।
১৭। উদয়ন চৌধুরী : সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা-২০১১।
১৮। চলচ্চিত্রের গানে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : তপন বাগচী, ২০১০।
১৯। Digital Film of Bangladesh, Dr. Fhamidul Huq, Dhaka-2010.
২০। Women on Screen : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, Dhaka, 2009.
২১। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব : বর্তমান প্রেক্ষাপট ও ভবিষ্যত সম্ভাবনা : অদিতি ফাল্গুনি গায়েন ও হুমায়রা বিলকিস, ঢাকা-২০০৯।
২২। বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ঢাকা-২০০৯।
২৩। রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা-১৯৮৪।
২৪। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৫ম সংখ্যা, ২০১২।
২৫। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৪ম সংখ্যা, ২০১১।
২৬। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ৩য় সংখ্যা, ২০১০।
২৭। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ২য় সংখ্যা, ২০০৯।
২৮। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ জার্নাল, ১ম সংখ্যা, ২০০৮।